# ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৭ ঃ মাইন মুক্ত বিশ্বের লক্ষ্যে বাংলাদেশ

---

**বাংলাদেশ**

**মাইন নিষিদ্ধকরণ নীতি**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ৭ মে ১৯৯৮ মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ তা অনুমোদন করে, এবং ১ মার্চ ২০০১ এই চুক্তির স্টেট পার্টি হয়। আগস্ট ২০০১ বাংলাদেশ চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ পুনরায় জানায়, "প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে।"[১] ২৮ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক আর্টিকেল ৭ ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্ট পেশ করে যাতে ১ মার্চ ২০০৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সময়কাল আওতাভূক্ত।[২]

বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ২০০৬ স্টেট পার্টি সমূহের সপ্তম সভায় উপস্থিত ছিল, মে ২০০৬ এবং এপ্রিল ২০০৭ এর আন্তসেশন স্টান্ডিং কমিটির সভাগুলোতেও উপস্থিত ছিল। কিন্তু এ সব সভায় বাংলাদেশ কোন বক্তব্য রাখেনি। আর্টিকেল-১ এবং-২ এর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের ব্যাপারে স্টেট পার্টিগুলো যে ভাবে অংশ নিয়ে থাকে বাংলাদেশ সে ভাবে আলোচনায় অংশ নেয়নি। তাতে করে মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বহির্ভূত দেশগুলোর সাথে যৌথ সামরিক কার্যকলাপে অংশ নেয়ার বিষয়টি সহ বিদেশের (এন্টিপার্সোনেল মাইন) মজুতকরণ ও অতিক্রমন, এবং সেনসিটিভ ফিউজ বা এন্টিহ্যান্ডলিং ডিভাইসযুক্ত যানবিধ্বংশী মাইনের বিষয়ে বাংলাদেশের মনোভাব জানা যায়নি।

বাংলাদেশ কনভেনশন অন কনভেনশনাল ওয়েপনস (সি সি ডব্লিউ) এবং এর ল্যান্ডমাইনস্রে উপর এমেন্ডেড প্রটোকল-২ এর আওতাভূক্ত। নভেম্বর ২০০৬ এ স্টেট পার্টির এমেন্ডেড প্রটোকল-২ এর ৮ম বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশ উপস্থিত ছিল। এর সর্বশেষ বার্ষিক এমেন্ডেড প্রটোকল-২ আর্টিকেল ১৩ রিপোর্টে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ থেকে জানুয়ারী ২০০৬ সময়কাল অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। রিপোর্টে তারিখ ছিল ফেব্রুয়ারী ২০০৬, কিন্তু জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ এর অফিসিয়াল তারিখ উল্লেখ রয়েছে ২৬ অক্টোবর ২০০৬।

**উৎপাদন, স্থানান্তর, ব্যবহার এবং মজুতকরণ**

বাংলাদেশ জানিয়েছে যে, দেশটি কখনো এন্টিপার্সোনেল মাইন উৎপাদন বা রফতানি করেনি, এবং কখনো দেশের অভ্যন্তরে, সীমান্ত এলাকায় তা ব্যবহার করেনি।[৩] বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ এ মজুদকৃত ১৮৯,২২৭ সংখ্যক এন্টিপার্সোনেল স্থলমাইন ধ্বংশ করার কাজ সম্পন্ন করে।[৪]

---

[১] আর্টিকেল ৭ রিপোর্ট, ফরম এ, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭। আর সরকারি রিপোর্টে বাংলাদেশ জানায় "স্থলমাইন চুক্তি বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।" সি সি ডব্লিউ এমেন্ডেড প্রটোকল ২ আর্টিকেল ১৩ রিপোর্ট, ফরম " ডি", ২৬ অক্টোবর ২০০৬। পূর্বে, এপ্রিল ২০০৩ এ, বাংলাদেশ জানায় যে, মাইন ব্যান ট্রিটি বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন "চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।" পরে ২০০৩ এ পররাষট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তারা জাতীয় আইন প্রণয়ন বিলের মুসাবিদা তৈরি করছেন। ২০০৪ এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে জাতীয় আইন প্রণয়নের মুসাবিদা তখনো প্রস্তুতির পথে এবং আইনের একটি বাংলা অনুবাদ আন্ত: মন্ত্রণালয়ের সভায় পেশ করা হবে। ২০০৫ এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা দেয় যে, তারা "এর বাংলা অনুবাদের জন্য পাঠিয়েছে।"২০০৬ এ বাংলাদেশ শুধু রিপোর্ট দেয় যে, "প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে।"

[২] পূর্বতন রিপোর্ট সমূহ ২৪ মার্চ ২০০৬, ২৯ মার্চ ২০০৫, ২৮ এপ্রিল ২০০৪, ২৯ এপ্রিল ২০০৩ এবং ২৮ আগষ্ট ২০০২ পেশ করা হয়। মিলিটারি অপারেশনস্ ডাইরেক্টরেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক ল্যান্ডমাইন মনিটরের কাছে দেয়া ব্রিফিং।

[৩] অতি সম্প্রতি ২৮ মার্চ ২০০৭ মিলিটারি অপারেশনস্ ডাইরেক্টরেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক ল্যান্ডমাইন মনিটরের কাছে দেয়া ব্রিফিং।

[৪] দেখুন, ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ ১৮৪। নিম্নোক্ত মাইন সমূহ ধ্বংস করা হয় : এন ডি পি-২ (পাকিস্তান) ২২, ১৪৫; এম-১৪ (ইউ এস এ / ইন্ডিয়া) ৩, ১০০; এম-১৬ (এম সিক্স) ডব্লিউ / ফিউজ এম ৬০৫ (ইউ এস এ); ইলেকট্রিক এম ১৮ এ ১ (ইরান) ৩৪৮; পি এম এ - ৩ (পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়া) ১০৬, ২২১; টি- ৬৯ (চীন) ৫২, ৩৬৭।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

সামরিক শাখা রয়েছে এমন কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন, সেই সাথে ইসলামী জঙ্গীগ্রুপ সমূহ ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED) তৈরি এবং ব্যবহার করে যাতে বেসামরিক লোক হতাহত হয়।[৫]

যা হোক, এ সব গ্রুপ এন্টিপার্সোনেল মাইন এর মতো কার্যকরী ভিক্টিম এক্টিভেটেড ডিভাইস তৈরি বা ব্যবহার করেছে এমন জ্ঞাত তথ্য নেই।

*গবেষণা ও ট্রেনিং এর জন্য রেখে দেয়া মাইন*

ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এ দেয়া আর্টিকেল-৭ রিপোর্টে বাংলাদেশ উল্লেখ করে যে, চুক্তির আর্টিকেল-৩ মোতাবেক দেশটি ১২,৫০০ টি এন্টিপার্সোনেল মাইন রেখে দিয়েছে।[৬] দেশটি পূর্বে রিপোর্ট দেয় যে, ট্রেনিং এবং গবেষণার জন্য রাখা মাইনের মোট সংখ্যা ১৪,৯৯৯ টি; যা বাস্তবে এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। বাংলাদেশ রেখে দেয়া মাইনের সংখ্যা ১২,৫০০ তে নেমে আসার কারণ ব্যাখ্যা দেয় যে, তারা ২,৪৯৯ সংখ্যক M18A ইরানী ক্লেমোর মাইনগুলো এন্টিপার্সোনেল মাইনের হিসেবে আর অর্ন্তভূক্ত করছেনা। যদিও মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে শুধুমাত্র কমান্ড ডিটোনেটেড মোড এ ক্লেমোর মাইন ব্যবহারের অনুমতি আছে, এ ধরণের ব্যবহার নিশিচত করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বাংলাদেশ তা রিপোর্টে উল্লেখ করেনি।[৭]

বাংলাদেশের রেখে দেয়া ১২,৫০০টি মাইন স্টেট পার্টিগুলোর রেখে দেয়া মাইনের মধ্যে সংখ্যায় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ একে "সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সংখ্যা" বলে উল্লেখ করেছে।[৮] ২০০২ এ প্রথম ঘোষণা দেয়ার পর, দেশটির রেখে দেয়া সর্বমোট মাইনের সংখ্যা থেকে শুধু একটি মাইন কমেছে। এতে বুঝা যায় যে, ট্রেনিং বা গবেষণা কার্যক্রমের সময় মাইনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়নি।[৯]

২০০৬ এবং ২০০৭ এর আর্টিকেল-৭ রিপোর্টে ২০০৫ এ অনুষ্ঠিত স্টেট পার্টি সমূহের ৬ষ্ট সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ রেখে দেয়া মাইন সমূহের উপর রিপোর্ট করার জন্য নির্ধারিত বর্ধিত ফরম "ডি" অর্ন্তভূক্ত করেনি। ফরম "ডি" এর উদ্দেশ্য, স্টেটপার্টি সমূহের ক্ষুদ্র পরিসরের উদ্দেশ্যমূলক বিষয়াদি, প্রকৃত ব্যবহার এবং রেখে দেয়া মাইন সমূহের ব্যবহারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ এত বেশী সংখ্যক মাইন রেখে দেয়ার ব্যাপারে কিছু যুক্তি দেখিয়েছে।অতীতে যেসব যুক্তি দেখায় সেগুলো হচ্ছে, মাইনদূষ্ট অঞ্চলে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষাকারী মিশন, এর বহু সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট এবং মাইন সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টিতে ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয়তা, অনুসন্ধান, অপসারণ এবং ধ্বংশসাধনসহ মাইন নিয়ে তৎপরতা এবং মাইন অপসারণ যন্ত্রপাতির সম্ভাব্য পরীক্ষা।[১০]

---

[৫] বাংলাদেশ জানায় "দুষ্কৃতকারী এবং সন্ত্রাসীরা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস এর যথেচ্ছ ব্যবহার করছে।" সি সি ডব্লিউ এমেন্ডেড প্রটোকল ২ আর্টিকেল ১৩ রিপোর্ট, ফরম বি, ২৬ অক্টোবর ২০০৬।

[৬] আর্টিকেল ৭ রিপোর্ট, ফরমস্ বি এবং ডি, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭। নিম্নলিখিত মাইনগুলো রেখে দেয়া হয়েছে : এন ডি পি-২ (পাকিস্তান) ৪০০; এম-১৪ (ইউ এস এ / ইন্ডিয়া) ৩০০, এম-১৬ (টি-৬) ডব্লিউ/ ফিউজ এম ৬০৫ (ইউ এস এ) ৩০০; পি এম এ-৩ (প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়া) ৫,৬০০; টি-৬৯ (চীন) ৫,৪২০।

[৭] বাংলাদেশ উল্লেখ করে, "যেহেতু এসব মাইন ক্লেমোরটাইপ ডিরেকশনাল ফ্রেগমেনটেশন মাইন এবং কমান্ড ডিটোনেটেড মোড এ ব্যবহারযোগ্য, তাই ল্যান্ড মাইন ব্যান ট্রিটি এর আর্টিকেল ২ এবং ৩ অনুসারে বাংলাদেশে যে মজুত রাখা হয়েছে সেখান থেকে এ সব বাদ দেয়া হয়েছে।"

[৮] প্রেজেনটেশান বাই বাংলাদেশ, স্ট্যান্ডিং কমিটি মিটিং অন স্টকপাইল ড্রেস্ট্রাকশন, জেনেভা, ১৫ জুন ২০০৫।

[৯] আর্টিকেল ৭, ফরম ডি ২০০৬ এবং ২০০৫ এ ১৪,৯৯৯ তালিকাভূক্ত করে।" পূর্বতন আর্টিকেল ৭ রিপোর্ট ২০০৪, ২০০৩ এবং ২০০২ এ ১৫,০০০ তালিকাভূক্ত করে। তালিকা থেকে যে মাইন বাদ দেয়া হয় সেটি ছিল ইরানী M18A ক্লেমোর।

[১০] দেখুন, ল্যান্ড মাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৫। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ল্যান্ড মাইন মনিটরকে বলেন যে, বড় সংখ্যক মাইন দরকার হয় কারণ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষা মিশন মাইনদূষ্ট এলাকায় কাজ করে। জুন ২০০৫ এ ইন্টারসেশনাল সভা সমূহে বাংলাদেশ জানায় যে, এর ১৭টি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে যাদের মোট ১১,৯০০ এন্টিপার্সোনেল মাইন দরকার এবং চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেনা কর্মকর্তাদের ট্রেনিং দিতে অন্য মাইনগুলো দরকার। বাংলাদেশ উল্লেখ করে যে, "মাইনের কোন গুরুতর ব্যবহার, নিষ্ক্রিয়করণ বা ধ্বংস করতে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য মাইনগুলো রাখা হয়েছে - মাইন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নয়।" যে সংখ্যক মাইন রাখা হয়েছে 'সেগুলো মাইন সচেতনতা ট্রেনিং চালানোর জন্য যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ মাইন অপসারণ যন্ত্রপাতি পরীক্ষার জন্য এন্টি পার্সোনেল মাইন প্রয়োজন হতে পারে।" বাংলাদেশ আরো জানায়, "পিস কিপিং অপারেশন চালানো কালে শান্তিরক্ষীদের মাইন খুঁজে বের করা এবং ধ্বংসের জন্য এন্টিপার্সোনেল মাইন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং ব্রিচিং ডিটেকশান এবং ডেস্ট্রাকশানসহ এন্ট্রিপার্সোনেল মাইন হ্যান্ডলিং ট্রেনিং আবশ্যক।"

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

মার্চ ২০০৭ বাংলাদেশ আর্মি ল্যান্ডমাইন মনিটরকে এক ব্রিফিং এ জানায় যে, তারা দেশের আটটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বন বিভাগের ছাত্রদেরকে মাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মাইন এবং অন্য কোন বিস্ফোরক দেখলে পরিস্থিতি তারা কিভাবে মোকাবিলা করবে, ভীতি ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে মাইন উদ্ধারের পর পর কি ব্যবস্থা নিবে ও কিভাবে মাইন নিষ্ক্রিয় করবে সে ব্যাপারে আর্মি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মাইন, ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED) এবং অবিস্ফোরিত অস্ত্র (UXO) সমূহের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে তারা সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। এই সাথে একজন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা বলেন যে, প্রশিক্ষণ এর সময় মাইন অপসারণকারী ও মাইন নিষ্ক্রিয়কারীদের তাজা মাইন নিয়ে কাজ করতে দেয়া দরকার। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ আর্মি যে সফলতা লাভ করছে তাতে তাজা মাইন দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। [১১]

*উদ্ধারকৃত মাইন*

১৯ মার্চ ২০০৭ বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বার্মা সীমান্তের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ির ডলাপাহাড় থেকে ২৬টি চীনা এন্টিপার্সোনেল মাইন উদ্ধার করে।[১২] সে মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ল্যান্ডমাইন মনিটরের কাছে নিশ্চিত করে বলে যে, ২৬ টি চীনা মাইন ছাড়াও তারা আগের বছর ৪৮ টি এন্টিপার্সোনেল মাইন উদ্ধার করেছিল। তারা জানান, সকল প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহকারে এবং চুক্তির শর্ত অনুসারে মাইন সমূহ যেদিন পাওয়া যায় সেদিনই ধ্বংশ করা হয়।[১৩]

পূর্বতন বছরগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে উদ্ধারকৃত অস্ত্রভান্ডারে এন্টিপার্সোনেল মাইন রয়েছে।[১৪] পূর্বে উদ্ধার করা মাইন সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাবে একজন সেনা কর্মকর্তা বলেন, "পূর্বতন বছরগুলোতে উদ্ধারকৃত মাইনগুলো মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহকারে ধ্বংশ করা হয়। বাংলাদেশ আর্মির ট্রেনিং এর জন্য রেখে দেয়া মজুদ ভান্ডারের তালিকায় এগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।" তিনি বলেন যে, উদ্ধার হওয়ার সাথে সাথে মাইনগুলো নিকটবর্তী ধ্বংশ করার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ ধ্বংশ করা হয়।[১৫]

স্টেট পার্টি সমূহ একমত হয়েছে যে, এন্টিপার্সোনেল মাইনের আবিষ্কৃত মজুদ সাথে সাথে রিপোর্ট করা হবে এবং যথাশীঘ্রই ধ্বংশ করা হবে। বাংলাদেশের আর্টিকেল-৭ রিপোর্টে এ পর্যন্ত কোন উদ্ধারকৃত মাইন তালিকাভূক্ত হয়নি।

## ল্যান্ড মাইন এবং ই আর ডব্লিউ সমস্যা

বাংলাদেশে যুদ্ধ সময়কালের থেকে যাওয়া বিস্ফোরক (ERW) সমস্যা রয়েছে। কোন কোন এলাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অস্ত্রভান্ডসহ পরিত্যক্ত বিস্ফোরক অস্ত্র ও অবিস্ফোরিত অস্ত্র (UXO) পাওয়া যায়।[১৬] ২০০৫ এ এসবের দ্বারা হতাহতের একটি ঘটনা জানা যায়। বাংলাদেশে মাইন দুর্ঘটনায় সর্বশেষ রেকর্ডকৃত হতাহতের ঘটনা ঘটে বার্মা সীমান্তে জুন ২০০১ এ।

---

[১১] প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রেনিং এবং কন্ট্রোল বিভাগ এবং ইউ এন পিস কিপিং এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত মিলিটারি অপারেশান ডাইরেক্টরেট কর্তৃক ল্যান্ড মাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৮ মার্চ ২০০৭।

[১২] "নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত এলাকা থেকে ২৬ ল্যান্ড মাইন উদ্ধার" দৈনিক কক্সবাজার ২০ মার্চ ২০০৭; মিলিটারি অপারেশান ডাইরেকটরেট কর্তৃক ল্যান্ড মাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৮ মার্চ ২০০৭। বিডিআর সাংবাদিকদের উদ্ধারকৃত মাইনের ছবি প্রদর্শন করেনি।

[১৩] মিলিটারি অপারেশান ডাইরেক্টরেট কর্তৃক ল্যান্ড মাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৮ মার্চ ২০০৭। আরো দ্রষ্টব্য, ল্যান্ড মাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬ পৃ: ১৮৪। তারা নাইক্ষ্যংছড়ির বাশিংছড়া এলাকা থেকে ২০০৬ সালে ২০ ননমেটালিক মাইন এবং ২৭ ইউ এস তৈরি মাইন এবং ১২ মার্চ ২০০৬ নাইক্ষ্যংছড়ির ডুলাঝিরি থেকে একটি মাইন উদ্ধার করে।

[১৪] দেখুন ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৪।

[১৫] মিলিটারি অপারেশান ডাইরেকটরেট কর্তৃক ল্যান্ড মাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৮ মার্চ ২০০৭।

[১৬] উদাহরণ স্বরূপ, দ্র: "Huge unusable arms, ammo found in pond" The Daily Star, ১৫ মার্চ ২০০৭; '10 Mortar shells recovered" New Age (Dhaka), ২৪ মার্চ ২০০৭; আরো দ্রষ্টব্য, ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৫, পৃ: ১৫৮।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

আর্টিকেল-৭ রিপোর্টে সরকার দাবী করেছে যে, বাংলাদেশে কোন জ্ঞাত বা সন্দেহজনক মাইন এলাকা নেই।[১৭] সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন মাইন পোঁতা এলাকা নেই। এর কারণ স্বরূপ বলা হয় ১৯৭১ এ দেশ সৃষ্টির পর দেশটি কোন যুদ্ধে জড়ায়নি এবং সেনাবাহিনী কোন মাইন পুঁতেনি।[১৮]

মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি এবং অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ প্রবণ দেশের মাঝখানে বাংলাদেশের অবস্থান এবং এর সীমান্ত সহজ পারাপারযোগ্য।"[১৯] বার্মা (মায়ানমার) সীমান্তের গ্রামগুলোতেই মাইন আহতদের দেখা যায়।[২০] ল্যান্ডমাইন মনিটরের প্রাপ্ত তথ্যের উপর ২০০৫ সালে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী বলে,তারাও "জানে যে না সা কা (বার্মিজ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী) কর্তৃক পোঁতা মাইন রয়েছে কিন্তু তারা (না সা কা) সীমান্তে ল্যান্ড মাইনের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে।"[২১] যা হোক, ল্যান্ডমাইন মনিটর কক্সবাজার জেলার উখিয়া, রামু, বান্দরবান জেলার আলী কদম, থানসী ও নাইক্ষ্যংছড়ির অধিবাসীদের সাথে আলাপকালে জানতে পারেন যে, পূর্বে গুরুতর মাইনদুষ্ট এলাকা বলে পরিচিত বনাঞ্চলে কোন মাইনের সাক্ষাত পাওয়া যায়নি।[২২] উখিয়ার একজন মাইন-আহত বলেন, "বিগত কয়েক বছর ধরে সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামের অধিবাসীরা কোন অসুবিধা ছাড়াই জ্বালানি কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহ করতে পাহাড়ে যাচ্ছে; মাইন আর নেই।"[২৩]

**মাইন এ্যকশন**

বাংলাদেশে কোন বেসামরিক মাইন বিমুক্তকরণ কার্যক্রম নেই। সামরিক বাহিনীর পক্ষে মাইন ব্যবহার বা অপসারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সংগঠন হলো আর্মি কোর অব ইঞ্জিনিয়ারিং; কিন্তু সেনাবাহিনী জানায় যে, বোমা এবং অন্যান্য বিস্ফোরক অস্ত্রের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে বেসামরিক প্রশাসনকে তারা সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত।[২৪] আধা সামরিক সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী-বাংলাদেশ রাইফেলস্ অতীতে বার্মা সীমান্তে মাইন অপসারণ কার্যক্রম চালিয়েছে। কিন্তু,সামরিক বাহিনী জানায়, মাইন সমস্যা ২০০১ এ শেষ হয়েছে।[২৫]

মাইন ঝুঁকির শিক্ষা (MRE) বাংলাদেশে সরকারিভাবে দেয়া হয় না, সর্বশেষ এম আর ই ট্রেনিং কোর্স চালানো হয় জুন ২০০৪ এ। যা হোক, সামরিক বাহিনী জানায় যে, সাধারণ জনগণের মধ্যে ই আর ডব্লিউ এবং আই ই ডি সম্পর্কে ধারণা দিতে সচেতনতা কার্যক্রম সহায়ক হবে।[২৬]

*মাইন এ্যকশনে সহায়তা*

২০০৬ এ মাইন অপসারণ দক্ষতা সম্বলিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় ব্যাটালিয়ন ইরিত্রিয়া, কুয়েত, লাইবেরিয়া এবং সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের পক্ষে মাইন বিমুক্তিকরণ এর কাজে নিযুক্ত ছিল।

---

[১৭] আর্টিকেল ৭ রিপোর্ট, ফরম সি, ২৪ মার্চ ২০০৬।

[১৮] মিলিটারি অপারেশনস্ ডাইরকটরেট এর কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা-২৮ মার্চ ২০০৭।

[১৯] মিলিটারি অপারেশনস ডাইরকটরেট এর কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা- ২৮ মার্চ ২০০৭।

[২০] নাইক্ষ্যংছড়ি এবং উখিয়া উপজেলার গ্রামে ল্যান্ডমাইন মনিটরের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা, ২১-২২ ডিসেম্বর ২০০৬। ২২-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।

[২১] লে.ক. মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৩ মে ২০০৫।

[২২] কক্সবাজার এবং বান্দরবান জেলার গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎ, ২১-২২ ডিসেম্বর ২০০৬, ২২-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।

[২৩] মাইন আহত জয়নাল এর সাক্ষাৎকার, গ্রাম-দরগারবিল, উখিয়া উপজেলা, ২২ ডিসেম্বর ২০০৬।

[২৪] সি সি ডব্লিউ এমেন্ডেড প্রটোকল ২ আর্টিকেল ১৩ রিপোর্ট, ফরম বি ৬ নভেম্বর ২০০৭; মিলিটারি অপারেশন ডাইরেকটরেট কর্তৃক ল্যান্ড মাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৪ মার্চ ২০০৭।

[২৫] মিলিটারি অপারেশনস্ ডাইরেকটরেট কর্তৃক ল্যান্ডমাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৮ মার্চ ২০০৭; দ্র: ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০১ পৃ: ৪৪৭।

[২৬] মিলিটারি অপারেশন্স ডাইরেকটরেট কর্তৃক ল্যান্ড মাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ২৮ মার্চ ২০০৭; দ্র: ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৫ পৃ: ১৫৯-১৬০।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ ৮,৫৩২ সেনাসদস্য নিযুক্ত করে যা জাতিসংঘের অধীনে কর্মরত দ্বিতীয় বৃহত্তম সৈন্যদল।[২৭]

ইরিত্রিয়া ও ইথোপিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ডিমাইনারগণ ২০০১ থেকে ২০০৬ এ মোট ৪,২৭৪,৪৭৩ বর্গমিটার ভূমি মাইনমুক্ত করে। ২০০৬ এ সুদানে নিয়োজিত বাংলাদেশী ডিমাইনারগণ মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত ৮৭ এন্টিপার্সোনেল মাইন এবং ২৯ যানবিধ্বংশী মাইন অপসারণ করে। কুয়েতে বাংলাদেশী সেনা সদস্যরা ১৯৯১ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে কাজ করে আসছে। মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত বাংলাদেশী ডিমাইনারগণ ৭,৭৫২ বর্গমিটার এলাকা থেকে ২৪,২৫৭ টি অবিস্ফোরিত অস্ত্র (UXO) এবং ৮,০৭৭ ম্যাট্রিক টন বিস্ফোরক অপসারণ করেছে।[২৮]

জাতিসংঘ মাইন বিমুক্তি কার্যক্রমে দু'জন বাংলাদেশী ডিমাইনার নিহত এবং দু'জন আহত হয়। কুয়েতে একইভাবে ১৩ বাংলাদেশী ডিমাইনার নিহত এবং ৩৪ জন আহত হয়।[২৯]

**ল্যান্ড মাইন/ ই আর ডব্লিউ হতাহত**

২০০৬ এবং জানুয়ারি-মে ২০০৭ এ বাংলাদেশে নতুন কোন মাইন/ ই আর ডব্লিউ হতাহতের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ, রিপোর্টকৃত মাইন হতাহতের ঘটনা ঘটে জুন ২০০১ এ, এবং ই আর ডব্লিউ হতাহতের রিপোর্ট পাওয়া ২০০৫ এ (তিনজন নিহত এবং পাঁচজন আহত)।[৩০] বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে হতাহতের কোন উপাত্ত না থাকায় মনে হয় কিছু দুর্ঘটনার হদিস পাওয়া যায়নি।

২০০৬ এ কুয়েতে কমপক্ষে তিনজন বাংলাদেশী মাইন দুর্ঘটনায় পড়ে; এদের মধ্যে একজন ডিমাইনার মারা যায় এবং দু'জন বেসামরিক লোক আহত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ একজন বাংলাদেশী ডিমাইনার উত্তর পশ্চিম কুয়েতের উম-আল কুয়েত এলাকায় মাইন বিমুক্ত করার সময় যানবিধ্বংশী মাইনে নিহত হয়। ৩০ এপ্রিল একজন বাংলাদেশী বেসামরিক লোক জাহরা শিল্প এলাকায় ল্যান্ড মাইনে আহত হয়। একই বছরের মে মাসে আর একজন বেসামরিক লোক ওয়াফরায় গবাদিপশু চরাতে গিয়ে মাইনে আহত হয়।[৩১]

২০০৭ এ ও কুয়েতে বাংলাদেশীদের মধ্যে ভূমিমাইনে হতাহতের ঘটনা ঘটতে থাকে যাতে কমপক্ষে তিন ব্যক্তি মারা যায় এবং ৮ জন আহত হয়। মার্চ ২০০৭ এ মেষ চরাতে গিয়ে একজন মারা যায়। মার্চ মাসেই একটি সামরিক ঘাঁটির নিকটে যানবিধ্বংশী মাইনের উপর গাড়ি পড়ে একজনের মৃত্যু হয় এবং ৫ জন আহত হয়। এপ্রিলে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন বাংলাদেশী মারা যায় ও ৩ জন আহত হয়।[৩২]

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ল্যান্ডমাইন হতাহতের সর্বমোট সংখ্যা জানা যায় নি। ১৯৯৩ থেকে ২০০১ এর জুন পর্যন্ত মাইন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬৪ জন নিহত এবং ১৩১ জন আহত হয় বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়।[৩৩] বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ১৪৮ জনকে শনাক্ত করেছে যারা ১৯৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়

[২৭] সি সি ডব্লিউ এমেন্ডেড প্রটোকল ২ আর্টিকেল ১৩ রিপোর্ট। ফরম ই ৬ নভেম্বর ২০০৭; ওভারসিস অপারেশানস ডাইরেকটরেট এর সাক্ষাৎকার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা- ২৮ মার্চ ২০০৭।

[২৮] ওভারসিজ অপারেশন ডাইরেকটরেট এর সাক্ষাৎকার, আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন, ঢাকা ২৮ মার্চ ২০০৭।

[২৯] মিলিটারি অপারেশনস্ ডাইরেকটরেট কর্তৃক ল্যান্ডমাইন মনিটরের জন্য ব্রিফিং, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ২৮ মার্চ ২০০৭।

[৩০] দেখুন, ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৭।

[৩১] দেখুন, ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৭।

[৩২] অধিক তথ্যের জন্য রিপোর্টের কুয়েত অংশ দেখুন।

[৩৩] দেখুন ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৪, পৃ: ১৬৫।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

এন্টিপার্সোনেল মাইন দুর্ঘটনায় অঙ্গ হারায়।[৩৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৭১ এর যুদ্ধ সময়কার অবিস্ফোরিত অস্ত্রের (UXO) কারণে হতাহতের রিপোর্ট পাওয়া যায়।

নন্‌ভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ ইম্‌প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেস (IED) দুর্ঘটনার উপর একটা সমীক্ষা চালিয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা যায়, মার্চ ১৯৯৯ থেকে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত আই ই ডি সমূহের দ্বারা ১৬৩ জন লোক মারা যায় এবং ১,২৮১ জন আহত হয়।[৩৫] পরবর্তী সমীক্ষায় দেখা যায় জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০০৬ এ আই ই ডি সমূহের দ্বারা ১৮ জন নিহত হয় এবং ৩৫৪ জন আহত হয়, জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০০৭ এ সাত ব্যক্তি মারা যায় এবং ছয়জন আহত হয়।[৩৬]

**বেঁচে যাওয়াদের সহায়তা**

মাইন/ ইউ এক্স ও দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া আহতদের সহায়তা কমই দেয়া হয়েছে এবং এরূপ সহায়তা প্রদান জাতীয় নীতি বা মানবিক সাহায্য কর্মসূচীর অংশ নয় যদিও সরকার স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশে মাইন-আহত লোক রয়েছে।[৩৭] শারিরীকভাবে অক্ষম লোকদের সাহায্য প্রদানে সরকারের বাজেট হলো ৫০০ মিলিয়ন বাংলাদেশী টাকা (প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার)।[৩৮] নন্‌ভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনাল- বাংলাদেশ সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে আই ই ডি আহতদের খুব সীমিত সংখ্যক পরিবার ১৯৯৯ থেকে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।[৩৯] মে ২০০৭ পর্যন্ত আরো ২২ জন আহত লোক স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে চিকিৎসা সহায়তা পায়।[৪০]

মাইন/ইউ এক্স ও প্রাদুর্ভূত এলাকার পাশে একটি সরকারি জেলা হাসপাতালসহ চারটি প্রধান হাসপাতাল রয়েছে। একমাত্র কক্‌সবাজারে অবস্থিত মেমোরিয়াল ক্রিশ্চিয়ান হস্‌পিটালে নকল পা এর ওয়ার্কশপসহ বিশেষায়িত সুবিধাদি রয়েছে। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকায় প্রতি বছর মেডিকেল ক্যাম্প করা সহ বিনামূল্যে নকল পা বিতরণ করে।[৪১] ১০-১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ মেমোরিয়াল ক্রিশ্চিয়ান হস্‌পিটাল কক্‌সবাজারের চকরিয়া উপজেলার উত্তরে হারবাং এ মেডিকেল ক্যাম্পে ২২টি নকল পা বিতরণ করে। মাইন-আহত সেনাসদস্যগণ সামরিক হাসপাতালে সাহায্য ও সুবিধাদি পেয়ে থাকে।[৪২]

আর্ন্তজাতিক রেডক্রস সংস্থা (ICRC) উল্লেখ করে যে, ঢাকার দুটি পুনর্বাসন কেন্দ্র - ব্রাক লিমব এন্ড ব্রাক ফিটিং সেন্টার এবং দি সেন্টার ফর রিহেবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড নকল পা উৎপাদন ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। তারা জানায়, বর্তমানে ট্রেনিং গ্রহণকারী টেকিনিশিয়ানরা ফিরে আসলে কেন্দ্র দুটি আর্ন্তজাতিক রেডক্রস সংস্থার (ICRC) কাছে হস্তান্তর করা হবে।[৪৩]

---

[৩৪] দেখুন ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৫, পৃ: ১৬৬।
[৩৫] দেখুন ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৭।
[৩৬] ননভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ, "সার্ভে অব আই ই ডি ক্যাজুয়ালটিজ বাংলাদেশ, ৩১ মার্চ ২০০৭ আপডেটেড।
[৩৭] বাংলাদেশ এন্ড দি এ পি এম কনভেনশন, "স্টান্ডিং কমিটি মিটিং এ বিলিকৃত দলিল, জেনেভা, ১৩-১৭ জুন ২০০৫।
[৩৮] "Dhaka to ratify UN convention on cultural expression." The Daily Star, ২৫ মার্চ ২০০৭। www.thedailystar.net, ২৫ মে ২০০৭ দৃষ্ট। ২০০৬ এর গড় বিনিময় হার ১, বাংলাদেশী টাকা = ০.০১৫১ ইউ এস ডলার। ল্যান্ডমাইন মনিটরের ধারণার ভিত্তি www.oanda.com
[৩৯] দেখুন ল্যান্ডমাইন মনিটর রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৮।
[৪০] রফিক আল-ইসলাম,সমন্বয়কারী,ননভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর ই-মেল, ২৭ মে ২০০৭।
[৪১] সাক্ষাৎকার : অমত্য রায়, পাবলিক রিলেশন অফিসার, মেমোরিয়াল ক্রিশ্চিয়ান হস্‌পিটাল, মালুমঘাট, কক্‌সাবাজার, ৩ এপ্রিল ২০০৭।
[৪২] দেখুন, ল্যান্ডমাইন রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৭।
[৪৩] আই সি আর সি স্পেশাল ফান্ড ফর ডিজএবলড "বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৬", জেনেভা, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃ: ১০।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

আহতরা সাধারণত অবগত নয় যে, বিনামূল্যে নকল পা পাওয়া যায়।[৪৪] বাংলাদেশী মাইন-আহতরা হোপ ফাউন্ডেশন, জয়পুর ফুট সেন্টার এবং বাংলাদেশ রিহেবিলিটেশান সেন্টার ফর ট্রমা ভিক্টিম্স থেকে সীমিত সহায়তা পায়।[৪৫]

ডিসেম্বর ২০০৬ এবং ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এ নাইক্ষ্যংছড়ি এবং উখিয়ায় পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের জরিপে দেখা গেছে, মাইন-আহতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ; আর সরাসরি সাহায্য পাওয়া যায় এমন স্থানে পৌঁছা, নকল পা পাওয়া যায় এমন কেন্দ্রগুলোতে যাওয়া -- এরূপ সুবিধাদি থেকে তারা বঞ্চিত।[৪৬] কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা মাইন-আহতসহ শারিরীকভাবে অক্ষম লোকদের চিকিৎসা সহায়তা, বৃত্তিমূলক পূনর্বাসন এবং কাজের ব্যবস্থা করে থাকে ।[৪৭]

বাংলাদেশে মাইন-আহতসহ শারিরীকভাবে অক্ষম লোকদের অধিকার রক্ষার যে আইন আছে তাতে শারিরীক অক্ষমতা প্রতিরোধের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় । কিন্তু ২০০২ এ গৃহীত ২০০১ সালের আইনের সংশোধনী এবং ২০০৪ সালের শারিরীক অক্ষমতা কার্যক্রম পরিকল্পনা, এগুলো এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি।[৪৮] এসব কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলো হচ্ছে; সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা বিভাগ এবং ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর দি ডেভলপমেন্ট অব দি ডিজএবলড।[৪৯]

২০০৭ এর ৯ মে বাংলাদেশ ইউ এন কন্ভেনশান অন দি রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজএবিলিটিজ এ স্বাক্ষর করে, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে মনিটর করার অপশনাল প্রটোকলে স্বাক্ষর করেনি। সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশে শারিরীকভাবে অক্ষম লোকদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়।[৫০]

সাম্প্রতিক জনসংখ্যা সমীক্ষা অনুসারে বাংলাদেশে শারিরীকভাবে অক্ষম লোকদের শতকরা হার ৫.৬; মাইন, ইউ এক্স ও এবং আই ই ডি আহতদের এই সমীক্ষায় আলাদা করে দেখানো হয়নি।[৫১]

---

[৪৪] দেখুন, ল্যান্ডমাইন রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৮।
[৪৫] নাইক্ষ্যংছড়ি এবং উখিয়া উপজেলার গ্রামে ল্যান্ডমাইন মনিটরের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা, ২১-২২ ডিসেম্বর ২০০৬, ২২-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।
[৪৬] নাইক্ষ্যংছড়ি এবং উখিয়া উপজেলার গ্রামে ল্যান্ডমাইন মনিটরের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা, ২১-২২ ডিসেম্বর ২০০৬, ২২-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।
[৪৭] দেখুন, ল্যান্ডমাইন রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৮।
[৪৮] সাক্ষাৎকার : ডা: নাফিজুর রহমান, পরিচালক, ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর দি ডেভলপমেন্ট অব দি জিএবলড, ঢাকা, ১২ মার্চ ২০০৭।
[৪৯] দেখুন, ল্যান্ড মাইন রিপোর্ট ২০০৬, পৃ: ১৮৮।
[৫০] Dhaka to ratify the UN convention on cultural Expression." The Daily Star. ২৫ মার্চ, ২০০৭।
[৫১] সাক্ষাৎকার : ডা: নাফিজুর রহমান, পরিচালক, ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর দি ডেভলপমেন্ট অব দি জিএবলড, ঢাকা, ১২ মার্চ ২০০৭।

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com